দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিযুগের লক্ষণ

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে কলিযুগের মন্দ গুণগুলি যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে, তখন পরমেশ্বর ভগবান কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে অধার্মিক মানুষদের হত্যা করবেন। তারপর এক নতুন সত্য যুগের সূচনা হবে।

কলিযুগ যতই এগিয়ে যাবে, ততই মানুষের সৎগুণগুলি হ্রাস পাবে এবং অপবিত্র গুণগুলি বৃদ্ধি পাবে। নাস্তিক ধর্মের প্রাধান্য হবে এবং সেগুলি বৈদিক অনুশাসনের স্থান দখল করবে। রাজাগণ কেবল রাহাজান দস্যুতে পরিণত হবে। জনসাধারণ নীচ প্রকৃতির কাজে লিপ্ত হবে এবং সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ শূদ্রপ্রায় হয়ে যাবে। সমস্ত গাভীরা ছাগলের মতো, তপোবনগুলি জড় ভোগে লিপ্ত গৃহের মতো এবং পারিবারিক বন্ধন হবে তাৎক্ষণিক বৈবাহিক সম্পর্ক মাত্র।

কলিযুগের প্রায় শেষের দিকে পরমেশ্বর ভগবান আবির্ভূত হবেন। তিনি শম্ভল গ্রামের মহান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর নাম হবে কল্কি। তিনি তাঁর দেবদত্ত নামক ঘোড়ায় চড়ে, হাতে অসি নিয়ে, রাজবেশ পরিহিত অসংখ্য দস্যুদের হত্যা করতে করতে পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াবেন। তারপর পরবর্তী সত্যযুগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করবে। যখন চন্দ্র, সূর্য এবং বৃহস্পতি যুগপৎ একই মণ্ডলে প্রবেশ করবে এবং পুষ্যা নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে, তখনই সত্য যুগ শুরু হবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারটি যুগ পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।

পরবর্তী সত্যযুগে বৈবস্বত মনু থেকে উদ্ভূত চন্দ্রবংশ এবং সূর্যবংশের রাজাদের ভবিষ্যৎ বংশধর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মাধ্যমে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়। এমন কি এখনো দুজন সাধু প্রকৃতির ক্ষত্রিয় জীবিত আছেন যাঁরা এই কলিযুগের শেষ দিকে পবিত্র বিবস্বান তথা সূর্যবংশের এবং চন্দ্রবংশের পুনঃসংস্থাপন করবেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শান্তনু মহারাজের ভাই দেবাপি এবং অন্যজন হচ্ছেন ইক্ষ্বাকুর বংশধর মরু। তাঁরা কলাপ গ্রামে অজ্ঞাতরূপে তাঁদের সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ততশ্চানুদিনং ধর্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া ।
কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ততঃ**—তারপর; **চ**—এবং; **অনুদিনম্**—দিনের পর দিন; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সত্যম্**—সত্য; **শৌচম্**—শুচিতা; **ক্ষমা**—সহিষ্ণুতা; **দয়া**—দয়া; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **বলিনা**—বলশালী; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিত; **নঙ্ক্ষ্যতি**—ধ্বংস হবে; **আয়ু**—আয়ু; **বলম্**—শক্তি; **স্মৃতিঃ**—স্মরণশক্তি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, তারপর থেকে কলির প্রবল প্রভাবে ধর্ম, সত্যনিষ্ঠা, শুচিতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, দৈহিক বল এবং স্মরণশক্তি দিনে দিনে হ্রাস পাবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, বর্তমান কলিযুগে বস্তুতপক্ষে সমস্ত শুভাকাঙ্খিত গুণগুলিই ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাবে। .দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ধর্ম, যা মানুষের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধার দ্যোতক, তা হ্রাস পাবে।

পাশ্চাত্য দেশে ঈশ্বরতত্ত্ববিদগণ বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরের আইন সম্পর্কে কোন বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করতে পারেনি, ফলে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাসে ঈশ্বরতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের মধ্যে এক কঠোর বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়াস স্বরূপ কোন কোন ঈশ্বর তত্ত্ববিদ তাঁদের মতবাদগুলি সংশোধন করতে সম্মত হয়েছেন, তাঁরা প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গেই যে সাদৃশ্য দেখাতে পারবেন, শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান জগতের এমন কি জল্পনা-কল্পনা ভিত্তিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রকল্পগুলি যেগুলি অপ্রমাণিত এবং কপটতায় পূর্ণ, সেগুলির সঙ্গেও তাদের সাদৃশ্য দেখানো সম্ভব হবে। অপরপক্ষে বলা যায়, কিছু গোঁড়া ঈশ্বরতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক পন্থাকেই সামগ্রিকভাবে উপেক্ষা করতে উদ্যত এবং তাদের কতগুলি সেকেলে সাম্প্রদায়িক অন্ধবিচারকেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট।

এইভাবে সুসংবদ্ধ বৈদিক তত্ত্ব জ্ঞানের অভাবে, জড় বিজ্ঞান স্থূল ধ্বংসাত্মক জড়বাদে পর্যবসিত হয়েছে, যেক্ষেত্রে জল্পনাকল্পনা ভিত্তিক পাশ্চাত্য দর্শনসমূহও কতগুলি সিদ্ধান্তবিহীন ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তথা আপেক্ষিক নীতি দর্শনের বাহ্য রাগাড়ম্বরের স্তূপে পরিণত হয়েছে মাত্র। জড়বাদী বিশ্লেষণে নিযুক্ত এত বেশী সংখ্যক শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য মস্তিষ্কের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য ধর্ম জীবনের এক বিপুল অংশ মূল বৌদ্ধিক স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অযৌক্তিক গোঁড়ামিতে পূর্ণ কতগুলি অপ্রামাণিক রহস্যবাদী মতবাদের কবলীভূত হয়ে পড়েছে। ভগবৎ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষ এত বেশী অজ্ঞ হয়ে পড়েছে যে প্রায়শই তারা ধর্ম এবং ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে এই সমস্ত পাঁচমিশালী কাল্পনিক প্রচেষ্টাগুলির সঙ্গে

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে। এইভাবে সত্যিকারের ধর্ম, যা হচ্ছে ঈশ্বরের আইনের প্রতি কঠোর এবং সচেতন আনুগত্য, তা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে।

সত্যও হ্রাস পাচ্ছে শুধুমাত্র এই কারণে যে মানুষ জানেনা সত্য কী। পরম সত্যকে না জেনে, শুধুমাত্র আপেক্ষিক বা ধরে নেওয়া সত্যের বিপুল সংগ্রহের মাধ্যমে মানুষ কখনো সুস্পষ্টভাবে জীবনের যথার্থ তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারবে না।

সহিষ্ণুতা বা ক্ষমাও হ্রাস পাচ্ছে কেননা নিজেদেরকে পবিত্র করে ঈর্ষা থেকে মুক্ত হওয়ার কোন বাস্তবিক পন্থা মানুষের কাছে নেই। মানুষ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতির স্বীকৃত অনুষ্ঠানে ভগবানের দিব্য নাম জপ কীর্তন করে পবিত্র না হয়, তাহলে তাদের মন ক্রোধ, ঈর্ষা আদি সমস্ত রকমের ক্ষুদ্র চেতনার দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়বে। এইভাবে দয়াও কমে আসছে। ভগবানের দিব্য অস্তিত্বে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্ত জীব নিত্যকাল ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়। যখন নাস্তিক্যবাদ এবং অজ্ঞেয়তাবাদের মাধ্যমে জীবের এই অস্তিত্বগত একতা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, মানুষ তখন পরস্পরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে প্রেরণা বোধ করে না। অন্য জীবের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমেই নিজেদের স্বার্থগতি লাভ হয়—একথা তারা বুঝতে পারে না। বস্তুতপক্ষে, মানুষ আজকাল এমন কি নিজেদের প্রতিও দয়াশীল নয়—যৌন ব্যভিচার, মাংসাহার, তামাক সেবন, মদ্য আদি নেশা ইত্যাদি সহজলভ্য ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মাধ্যমে তারা নিজেদের নিয়মিতভাবে ধ্বংস করছে।

এই সমস্ত আত্মঘাতী অভ্যাসের ফলে এবং কালের প্রবল প্রভাবে মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান জনসাধারণের বিশ্বাস ভাজন হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রায়শই বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রকাশ করে যাতে তারা ধরে নেয় যে বিজ্ঞান মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এই পরিসংখ্যানে গর্ভপাতের মাধ্যমে নিহত শিশুদের সংখ্যা হিসাব করা হয় না। যখন আমরা সমগ্র জনসংখ্যার অনুমিত আয়ুর সঙ্গে গর্ভপাতের মাধ্যমে নিহত শিশুদের যোগ করা হয়, তখন আমরা দেখতে পাই যে এই কলিযুগে মানুষের গড় আয়ু আদৌ বাড়েনি, বরং তা প্রচণ্ডভাবে কমে যাচ্ছে।*

---

*১৯৮৪ সালে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান তথ্য সংক্ষেপের বর্ণনা অনুসারে, ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৩.৭ মিলিয়ন জীবিত সন্তানের জন্ম হয়েছিল এবং জাতকদের গড় আয়ু হয়েছিল ৭৪.৫ বৎসর। কিন্তু এই সমস্ত জীবিত সন্তানদের সংখ্যার সঙ্গে যখন গর্ভপাতে নিহত ১.৫ মিলিয়ন সন্তানের সংখ্যাকে যোগ করা হয়, তখন গর্ভস্থ শিশুদের গড় আয়ু ৫৩.০ তে নেমে আসে।

দৈহিক বলও কমে আসছে। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ, এমন কি পশু এবং বৃক্ষলতাগুলিও ছিল বৃহত্তর এবং অধিকতর বলশালী। কলিযুগের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈহিক উচ্চতা এবং শক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাবে।

স্মৃতি শক্তি নিঃসন্দেহে দুর্বল হচ্ছে। পূর্ববর্তী যুগগুলিতে মানুষের উন্নততর স্মৃতি শক্তি ছিল। আমরা যেমন আমাদেরকে এক ভয়ঙ্কর আমলাতান্ত্রিক এবং যান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি, তারা সেরকমও কিছু করেনি। এইভাবে লেখার আশ্রয় গ্রহণ না করেও মানুষ অত্যাবশ্যক তথ্য এবং চিরস্থায়ী জ্ঞান ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করেছিল। অবশ্য এই কলিযুগে সবকিছুরই এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে।

শ্লোক ২

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ ।
ধর্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি ॥ ২ ॥

বিত্তম্—সম্পদ; **এব**—কেবল; **কলৌ**—কলিযুগে; **নৃণাম্**—মানুষদের মধ্যে; **জন্ম**—ভাল জন্ম; **আচার**—ভাল আচরণ; **গুণ**—এবং ভাল গুণাবলী; **উদয়ঃ**—প্রকাশের কারণ; **ধর্ম**—ধর্মীয় কর্তব্যের; **ন্যায়**—যুক্তি; **ব্যবস্থায়াম্**—ব্যবস্থায়; **কারণম্**—কারণ; **বলম্**—শক্তি; **এব**—কেবল; **হি**—বাস্তবিকই।

অনুবাদ

কলিযুগে ধনদৌলতই কেবল মানুষের শুভ জন্ম, যথার্থ ব্যবহার এবং সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর চিহ্ন বলে বিবেচিত হবে। মানুষের গায়ের জোরের ভিত্তিতেই ধর্ম এবং আইন প্রয়োগ করা হবে।

তাৎপর্য

কলিযুগে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে উচ্চশ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয় এবং এ ব্যাপারে তার জ্ঞান, সংস্কৃতি ও ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই যুগে বহু শিল্পকারখানা সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক নগরাদি রয়েছে যেখানে ধনী মানুষদের বসবাসের জন্য সংরক্ষিত অনেক বিলাসবহুল ঘরবাড়ি ইত্যাদি রয়েছে। বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত রাস্তার পাশে আপাত আভিজাত্যে পূর্ণ ঐ সকল বাড়িঘরে বহু বিকৃত, অসৎ এবং পাপপঙ্কিল আচরণ খুঁজে পাওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বৈদিক মানদণ্ড অনুসারে একজন মানুষকে উচ্চশ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা হয় যদি তাঁর ব্যবহার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত

থাকে এবং ব্যবহারকে তখনই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত বলে গণ্য করা হত যখন মানুষ সমস্ত জীবের সুখ বিধানের জন্যই তাঁর কর্মসমূহকে উৎসর্গ করতেন। প্রতিটি জীবই মূলত সুখী, কেননা সমস্ত জীবদেহে এক নিত্য চিৎ কণা রয়েছে যা ভগবানের দিব্য চিন্ময় প্রকৃতিতে অংশগ্রহণ করে। যখন আমাদের স্বরূপগত চিন্ময় জ্ঞান জাগ্রত হয়, তখন আমরা স্বভাবতই আনন্দময় হয়ে উঠি এবং জ্ঞান ও প্রশান্তি লাভ করে তৃপ্ত হই। একজন জ্ঞানী বা শিক্ষিত ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তাঁর নিজস্ব পারমার্থিক উপলব্ধিকে বিকশিত করা এবং অন্যদের সেই উন্নত চেতনার আনন্দ আস্বাদনে সাহায্য করা।

মহান পাশ্চাত্য দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন যে, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সদাচারে লিপ্ত হয়। শ্রীল প্রভুপাদও এই সত্যের অনুমোদন করেন। কিন্তু এই কলিযুগে এই অতি সুস্পষ্ট সত্যকেও অগ্রাহ্য করা হচ্ছে এবং সদ্‌গুণ ও জ্ঞান অনুসন্ধানের এই স্থানটি দখল করেছে অর্থ সংগ্রহের এক পাপপূর্ণ পাশবিক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় যারা বিজয়ী হয়, তারাই হচ্ছে বর্তমান সমাজের "কুকুর শিরোমণি" এবং তাদের খরিদ্দারগণ তাদেরকে সর্বজন শ্রদ্ধেয়, অভিজাত এবং সুশিক্ষিত বলে এক প্রকার সুখ্যাতি দান করে।

এই শ্লোকে আরও বলা হয়েছে যে কলিযুগে পাশবিক বলই ন্যায় এবং বিচার নির্ধারণ করবে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রগতিশীল বৈদিক সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিক জীবন এবং সর্বসাধারণের জীবন ধারার ক্ষেত্রে কোন কৃত্রিম বিভেদ ছিল না। সমস্ত সত্য মানুষই স্বীকার করে নিয়েছিল যে, ভগবান সর্বব্যাপী এবং সমস্ত জীবের উপরই তাঁর আইনের বন্ধন আরোপিত হয়। সুতরাং সংস্কৃত *ধর্ম* শব্দটি মানুষের সামাজিক তথা লৌকিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি মানুষের ধর্মীয় কর্তব্যকেও বুঝিয়ে থাকে। এইভাবে দায়িত্বের সঙ্গে নিজের পরিবারের যত্ন নেওয়া যেমন ধর্ম, ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হওয়াও তেমনি ধর্ম। যাই হোক, এই শ্লোকটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে কলিযুগে "জোর যার মুলুক তার" এই নীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে।

এই স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে কিভাবে এই নীতিটি ভারতের অতীত ইতিহাসে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। অনুরূপভাবে, পাশ্চাত্য জগৎ যখন এশিয়ার ভূখণ্ডে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে আধিপত্য লাভ করল, তার ফলশ্রুতি স্বরূপ এক মিথ্যা প্রচার প্রসার লাভ করেছিল যে ভারতীয় তথা সাধারণভাবে সমস্ত প্রাচ্য ধর্ম, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং দর্শনগুলি হচ্ছে এক প্রকার অবৈজ্ঞানিক সেকেলে চিন্তাধারা—শুধুমাত্র কল্পকাহিনী এবং কুসংস্কার মাত্র।

সৌভাগ্যবশতঃ এই উগ্র এবং অযৌক্তিক মতবাদ এখন দূরীভূত হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানুষ এখন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে লভ্য বিজ্ঞান এবং পারমার্থিক দর্শনের আন্দোলন সৃষ্টিকারী সম্পদকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশ মানব-সমাজের জাতিগত এবং ভৌগোলিক অবস্থানকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শুধু দমন করতে পেরেছে বলেই বহু বুদ্ধিমান মানুষ আজকাল আর চিরাচরিত পাশ্চাত্য ধর্ম কিংবা অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানকে অত্যাবশ্যকরূপে প্রামাণিক বলে গণ্য করেন না। এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞান কার্যতঃ ধর্মকে পাশ্চাত্য ধর্মাধ্যক্ষদের অন্ধ বিশ্বাসরূপে পরিত্যাগ করেছে। এইভাবে এখন আশা করা যায় যে, শুধু মাত্র অমার্জিত বাহুবলে নয়, পারমার্থিক বিষয় সম্পর্কে বিতর্ক করা এবং দার্শনিক স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখন সম্ভব হতে পারে।

এই শ্লোকটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে বলবান এবং বলহীনদের মধ্যে আইন বিচারে বৈষম্য আরোপিত হবে। ইতিমধ্যেই বহু জাতির মধ্যে ন্যায় বিচার শুধু তারাই পায় যারা তার ব্যয়ভার বহন করতে পারে এবং এর জন্য সংগ্রাম করতে পারে। একটি সভ্য রাষ্ট্রে, প্রতিটি মানুষ, মহিলা এবং শিশু—সকলেরই ন্যায় বিচারে দ্রুত এবং সমান প্রবেশাধিকার অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। আজকাল একেই আমরা মানবাধিকার বলে থাকি। নিঃসন্দেহে এই মানবাধিকার কলিযুগের এক অতি সুস্পষ্ট দুর্দশা কবলিত বিষয়।

শ্লোক ৩

দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুর্মায়ৈব ব্যাবহারিকে ।
স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতির্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি ॥ ৩ ॥

দাম্পত্যে—স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে; **অভিরুচিঃ**—বাহ্য আকর্ষণ; **হেতুঃ**—কারণ; **মায়া**—প্রতারণা; **এব**—বাস্তবিকই; **ব্যবহারিকে**—ব্যবসায়; **স্ত্রীত্বে**—নারীত্বে; **পুংস্ত্বে**—পুরুষত্বে; **চ**—এবং; **হি**—বস্তুত; **রতিঃ**—রতি; **বিপ্রত্বে**—ব্রাহ্মণত্বে; **সূত্রম্**—পৈতা; **এব**—কেবল; **হি**—বস্তুত পক্ষে।

অনুবাদ

শুধু বাহ্য আকর্ষণের ফলেই নারী এবং পুরুষ একত্রে বসবাস করবে। বাণিজ্যে সাফল্য নির্ভর করবে প্রতারণার উপর। রতিক্রিয়ায় দক্ষতা অনুসারে নারীত্ব ও পুরুষত্বের বিচার হবে এবং শুধুমাত্র পৈতা ধারণের মাধ্যমে কোন মানুষ ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবে।

তাৎপর্য

সামগ্রিকভাবে মনুষ্য জীবনে যেহেতু এক মহান এবং গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। তা হচ্ছে পারমার্থিক মুক্তি, তাই বিবাহ এবং শিশু পালনের মতো মানবীয় মৌলিক বিধানগুলিকেও সেই মহান উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান যুগে সম্পূর্ণরূপে না হলেও বিবাহের প্রধান কারণ হচ্ছে যৌন আবেগ।

এই যৌন বেগ যা সমস্ত প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষকে দৈহিকভাবে মিলিত হতে প্রেরণা দেয় এবং উন্নত প্রজাতিদের মধ্যে আবেগমূলক সম্পর্কও স্থাপন করে, তা কিন্তু মূলত কোন স্বাভাবিক বেগ নয়, কেননা তার ভিত্তি হচ্ছে অস্বাভাবিক দেহাত্মবোধ। প্রাণ হচ্ছে এক চিন্ময় বস্তু। আত্মাই বেঁচে থাকে এবং দেহ নামক যন্ত্রটিকে আপাতদৃষ্টিতে জীবন্ত করে রাখে। চেতনা হচ্ছে আত্মার প্রকাশিত শক্তি এবং এইভাবে এই চেতনাই হচ্ছে মূলতঃ ও সম্পূর্ণরূপে এক চিন্ময় ব্যাপার। প্রাণ বা চেতনা যখন কোন জৈবিক যন্ত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং ভ্রমবশতঃ নিজেকে সেই যন্ত্রের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে, তখনই জড় জীবনের সূচনা হয় এবং যৌন বাসনা জাগ্রত হয়।

এই জড় অস্তিত্বের এই মোহ বন্ধনকে সংশোধন করে শুদ্ধসাত্ত্বিক ঐশ্বরিক অস্তিত্বের অসীম তৃপ্তিতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান করবার উদ্দেশ্যেই ভগবান এই মনুষ্য জন্ম দান করেছেন। কিন্তু যেহেতু আমাদের দেহাত্মবোধ হচ্ছে এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ব্যাপার, তাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে মুহূর্তের মধ্যে জড় ভাবনায় ভাবিত মনের এই চাহিদাকে ভেঙে মুক্ত হওয়া এক কঠিন ব্যাপার। এই জন্যই বৈদিক শাস্ত্র সমূহে পবিত্র বিবাহ ব্যবস্থার অনুমোদন করা হয়েছে যাতে তথাকথিত একজন পুরুষ কোন তথাকথিত নারীর সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ধর্মীয় বিধি নিষেধের ছত্র ছায়ায় আশ্রিত হয়ে বিবাহের মাধ্যমে মিলিত হতে পারে। এইভাবে আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু গৃহস্থ তাঁর ইন্দ্রিয়ের জন্য পর্যাপ্ত পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেন এবং যুগপৎ ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালনের মাধ্যমে তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত ভগবানকেও সন্তুষ্ট করতে পারেন। ভগবান তখন তাঁর জড় বাসনাকে পবিত্র করেন।

কলিযুগে এই গভীর উপলব্ধি প্রায় হারিয়ে গেছে এবং এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, নারী এবং পুরুষ শুধুমাত্র রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা এবং ঝিল্লী প্রভৃতি সমন্বিত এই জড় দেহের পারস্পরিক আকর্ষণের ভিত্তিতেই পশুদের মতো মিলিত হবে। অন্যভাবে বলা চলে, বর্তমান নিরীশ্বরবাদী সমাজে মানুষের দুর্বল এবং ভাসাভাসা বুদ্ধি কদাচিৎ নিত্য আত্মার এই স্থূল জড় আবরণকে ভেদ করতে পারে এবং ফলে গৃহস্থ জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও মূল্যকে হারিয়ে ফেলেছে।

এই শ্লোকে আনুষঙ্গিক যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে এই কলিযুগে একটি নারীকে তখনই "ভাল নারী" বলে গণ্য করা হবে যদি তার যৌন আকর্ষণ করার এবং বস্তুতপক্ষে যৌন জীবনকে ভোগ করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকে। অনুরূপভাবে, যৌন আকর্ষণে সক্ষম পুরুষই "ভাল পুরুষ"। এই বাহ্যিক আকর্ষণের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছে জড়বাদী চলচ্চিত্র তারকা, সঙ্গীত তারকা এবং বিনোদন শিল্পে জড়িত অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিত্বের প্রতি বিংশ শতাব্দির মানুষের অবিশ্বাস্য মনোযোগ। বস্তুতপক্ষে, বিভিন্ন দেহের সঙ্গে যৌন উপভোগের অভিজ্ঞতা অর্জনের যে প্রয়াস, তা হচ্ছে নতুন বোতলে পুরাতন মদ পান করার মতো। কিন্তু কলিযুগে খুব কম সংখ্যক লোকই তা বুঝতে পারে।

সবশেষে, এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক বেশ ধারণের মাধ্যমে কোন মানুষ ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবেন। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা পৈতা ধারণ করেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে পুরোহিত শ্রেণীর মানুষেরা বিভিন্ন প্রতীকী পোষাক এবং অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। কিন্তু এই কলিযুগে ভগবান সম্পর্কে অজ্ঞতা সত্ত্বেও এই সব প্রতীকগুলিই একজন মানুষকে ধর্মনেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে পর্যাপ্ত বলে পরিগণিত হবে।

শ্লোক ৪

লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তিকারণম্ ।
অবৃত্ত্যা ন্যায়দৌর্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ ॥ ৪ ॥

লিঙ্গম্—বাহ্য প্রতীক; **এব**—শুধুমাত্র; **আশ্রম-খ্যাতৌ**—কোন মানুষের আশ্রম সম্পর্কে পরিচিতি; **অন্যোন্য**—পরস্পর; **আপত্তি**—বিনিময়ের; **কারণম্**—কারণ; **অবৃত্ত্যা**—জীবিকার অভাবে; **ন্যায়**—বিশ্বাসযোগ্যতায়; **দৌর্বল্যম্**—দুর্বলতা; **পাণ্ডিত্যে**—পাণ্ডিত্যে; **চাপলম্**—চতুরতাপূর্ণ; **বচঃ**—বাক্য।

অনুবাদ

শুধুমাত্র বাহ্য প্রতীক অনুসারে ব্যক্তির আশ্রম নির্ধারণ করা হবে এবং এই ভিত্তিতেই মানুষ এক আশ্রম থেকে পরবর্তী আশ্রমে স্থানান্তরিত হবে। যথেষ্ট উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তির নৈতিকতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ আরোপ করা হবে। এবং যিনি খুব বাক্ চাতুর্য প্রদর্শন করতে পারবেন, তাকে বিজ্ঞ পণ্ডিত বলে গণ্য করা হবে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে বলা হয়েছিল যে, কলিযুগে ব্রাহ্মণরা শুধুমাত্র বাহ্য প্রতীকের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করবেন। আর এই শ্লোকটিতে সেই একই সূত্রের বিস্তার

করে অন্যান্য বর্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেমন ক্ষত্রিয় বা শাসক শ্রেণী, বৈশ্য বা উৎপাদক শ্রেণী এবং চরমে শূদ্র তথা শ্রমিক শ্রেণী।

আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদরা দেখিয়েছেন যে মূলত প্রোটেস্টান্ট নীতির দ্বারা শাসিত সমাজে, দারিদ্র্যকে আলস্য, নোংরামি, মূঢ়তা, দুর্নীতি এবং মূল্যহীন জীবনের লক্ষণ বলেই গণ্য করা হয়েছে। তবে ঈশ্বর ভাবনায় ভাবিত সমাজে অনেক মানুষ আছেন যারা জড় সম্পত্তি অর্জনে আত্ম নিয়োগ না করে স্বেচ্ছায় জ্ঞানানুসন্ধান তথা পারমার্থিক জীবন যাপনে জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এইভাবে সরল এবং তপস্যাপূর্ণ জীবনের প্রতি অধিকতর প্রাধান্য আরোপ করা বুদ্ধি ও আত্মসংযম তথা জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যের প্রতি এক গভীর অনুভূতিরই দ্যোতক। অবশ্য শুধুমাত্র দারিদ্র্যই এই গুণগুলি প্রতিষ্ঠিত করে না, কিন্তু অনেক সময় এই সকল গুণের ফলেই দারিদ্র্য আসতে পারে। যাই হোক, কলিযুগে এই সম্ভাবনার কথা মানুষ প্রায়শই ভুলে যায়।

বিভ্রান্ত এই কলিযুগে মানুষের জ্ঞান গরিমা আর একটি দুর্দশাগ্রস্ত বিষয়। আধুনিক তথাকথিত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা শিক্ষার প্রতিটি বিভাগের জন্য এক প্রকার রহস্যময় পারিভাষিক শব্দভাণ্ডারের সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তারা বক্তৃতা দেন, মানুষ তাদেরকে পণ্ডিত বলে মনে করে শুধুমাত্র এই কারণে যে তাদের এমন সব কথা বলার সামার্থ্য আছে যা অন্য আর কেউ বুঝতে পারে না। সর্বপ্রথমে গ্রীক তার্কিকগণ জ্ঞান ও শুদ্ধতার উর্ধ্বে এই বাগ্মিতা তথা ভাষাগত দক্ষতার পক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে যুক্তি দেখাতে থাকেন এবং নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীতে এই তার্কিক দক্ষতা বিশেষভাবে বিকশিত হয়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞান খুব কমই রয়েছে, যদিও তাদের কাছে অসংখ্য পারিভাষিক তথ্যাদি রয়েছে। যদিও বহু আধুনিক চিন্তাবিদ্ উন্নত পারমার্থিক সত্য সম্পর্কে মূলত অজ্ঞ, তবু বলতে হয় যে, তারা শুধু "বাক্য বাগীশ" এবং অধিকাংশ লোক তাদের অজ্ঞতাকে ধরতেই পারেন না।

শ্লোক ৫

অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এব তু ।
স্বীকার এব চোদ্বাহে স্নানমেব প্রসাধনম্ ॥ ৫ ॥

অনাঢ্যতা—দারিদ্র্য; **এব**—শুধু; **অসাধুত্বে**—অসাধুতায়; **সাধুত্বে**—সাধুতা বা সাফল্যে; **দম্ভঃ**—কপটতা; **এব**—কেবল; **তু**—এবং; **স্বীকারঃ**—মৌখিক স্বীকৃতি; **এব**—কেবল; **চ**—এবং; **উদ্বাহে**—বিবাহে; **স্নানম্**—জলে স্নান করা; **এব**—কেবল; **প্রসাধনম্**—দেহের প্রসাধন।

অনুবাদ

কোন মানুষের হাতে যদি টাকা না থাকে, তাকে অসাধু বলে গণ্য করা হবে। ভণ্ডামিকে গুণ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এবং মানুষ মনে করবে যে শুধুমাত্র স্নান করলেই তিনি জনসমাজে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য হয়েছেন।

তাৎপর্য

দম্ভ শব্দে স্বঘোষিত ধর্মপরায়ণ ভণ্ডদের বুঝিয়ে থাকে—যারা সাধু হওয়ার ব্যাপারে খুব একটা তৎপর নয়, কিন্তু সাধু সাজার ব্যাপারে খুবই তৎপর। কলিযুগে বরং এই সব স্বঘোষিত ধর্মপরায়ণ ভণ্ড ধর্মীয় গোঁড়াদেরই প্রাধান্য যারা দাবী করে, তাদের পথই একমাত্র পথ, একমাত্র সত্য এবং একমাত্র আলোক। বহু মুসলমান দেশে এই মনোভাবের ফলশ্রুতিরূপেই ধর্মীয় স্বাধীনতাকে পাশবিক শক্তির দ্বারা অবদমিত করা হয়েছে এবং এইভাবে দিব্য জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত যুক্তি বিনিময়ের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা হয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্য দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাধীন ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশের এক প্রকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এমন কি পাশ্চাত্য দেশেও, ঐ সব স্বঘোষিত ধর্মপরায়ণ ভণ্ডেরা অন্যান্য ধর্মের নিষ্ঠাবান সাধুদের শয়তান এবং বর্বর বলে গণ্য করে।

পাশ্চাত্যদেশের ধর্মীয় গোঁড়ারা সাধারণতঃ ধূমপান, মদ্যপান, যৌনতা, জুয়া এবং পশু হত্যা আদি বহু বদ অভ্যাসে আসক্ত। যদিও কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের অনুগামীরা কঠোরভাবে অবৈধ যৌন জীবন বর্জন করেন, নেশা, জুয়া ও পশু হত্যা বর্জন করেন, এবং যদিও তারা অবিশ্রান্তভাবে ভগবানের গুণকীর্তনে তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেন, তবুও স্বঘোষিত ধর্মপরায়ণ ভণ্ডেরা দাবী করে যে ঐসব কঠোর তপস্যা এবং ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে "শয়তানের কৌশল"। এইভাবে পাপীরাই ধার্মিকরূপে উৎসাহিত হচ্ছে এবং সাধুদেরকে অসুররূপে নিন্দা করা হচ্ছে। পারমার্থিক জীবনের অত্যাবশ্যক মৌলিক মানদণ্ডকে হৃদয়ঙ্গম করার নিদারুণ অসামার্থ্য হচ্ছে কলিযুগের এক প্রধান লক্ষণ।

এই যুগে বিবাহ ব্যবস্থার অধঃপতন ঘটবে। বস্তুতপক্ষে ইতিমধ্যেই দেখা গেছে যে বিবাহের ছাড়পত্রকে কখনো কখনো "শুধুমাত্র এক টুকরা কাগজ" বলে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করা হয়েছে। বিবাহের পারমার্থিক উদ্দেশ্যের কথা ভুলে এবং যৌনতাকেই পারিবারিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলে ভুল বুঝাবুঝির ফলে কামুক নারী এবং পুরুষেরা বৈধ সম্পর্কের কষ্টকর আনুষ্ঠানিকতা এবং দায়িত্বকে বর্জন করে সরাসরি কাম উপভোগে লিপ্ত হচ্ছে। ঐ সব বোকা লোকেরা যুক্তি দেখায়

যে "যৌনতা হচ্ছে স্বাভাবিক"। কিন্তু যৌনতা যদি স্বাভাবিক হয়, গর্ভধারণ এবং সন্তানের জন্ম দেওয়াও সমানভাবেই স্বাভাবিক। একটি শিশুর পক্ষে এটি নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক যে সে একজন স্নেহময় পিতা এবং স্নেহময়ী মাতার দ্বারা লালিত পালিত হবে এবং বস্তুতপক্ষে সারা জীবন ধরে একই পিতা বা মাতাকে লাভ করবে। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় একথা নিশ্চিত হয়েছে যে পিতা এবং মাতা—উভয়ের যত্নই শিশুর প্রয়োজন হয় এবং এইভাবে একথা সুস্পষ্ট যে যৌন জীবনের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী বিবাহ ব্যবস্থার আয়োজন করাই স্বাভাবিক। ভণ্ড মানুষেরা উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে এটি হচ্ছে স্বাভাবিক"। কিন্তু যৌন জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি গর্ভসঞ্চারকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তারা গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেগুলি নিঃসন্দেহে গাছে জন্মায় না। বস্তুতপক্ষে এই সমস্ত গর্ভ নিরোধক বস্তুগুলি আদৌ স্বাভাবিক নয়। এইভাবে কলিযুগে ভণ্ডামি এবং বোকামিরই প্রাচুর্য দেখা যায়।

এই শ্লোকের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে বর্তমান যুগে মানুষ যথাযথভাবে তাদের দেহকে অলঙ্কৃত করার ব্যাপারে অবহেলা করবে। মানুষের কর্তব্য বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় অলঙ্কারে তার দেহকে সজ্জিত করা। বৈষ্ণবগণ ভগবানের পবিত্র নাম সমন্বিত এবং আশীর্বাদপুষ্ট তিলক চিহ্ন দ্বারা তাদের দেহকে চিহ্নিত করেন। কিন্তু এই কলিযুগে ধর্মীয় এবং এমন কি জড় জাগতিক আনুষ্ঠানিকতা সমূহকেও নির্বিচারে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

দূরে বার্যয়নং তীর্থং লাবণ্যং কেশধারণম্ ।
উদরম্ভরতা স্বার্থঃ সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি ।
দাক্ষ্যং কুটুম্বভরণং যশোঽর্থে ধর্মসেবনম্ ॥ ৬ ॥

দূরে—দূরে অবস্থিত; **বারি**—জল; **অয়নম্**—জলাশয়; **তীর্থম্**—তীর্থ; **লাবণ্যম্**—লাবণ্য; **কেশ**—চুল; **ধারণম্**—বহন করে; **উদরম্-ভরতা**—উদর পূর্তি; **স্ব-অর্থঃ**—জীবনের লক্ষ্য; **সত্যত্বে**—তথা-কথিত সত্যে; **ধার্ষ্ট্যম্**—ধৃষ্টতা; **এব**—শুধুমাত্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **দাক্ষ্যম্**—দক্ষতা; **কুটুম্বভরণম্**—পরিবার ভরণ পোষণ করা; **যশঃ**—যশ; **অর্থে**—জন্য; **ধর্ম-সেবনম্**—ধর্ম অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

দূরে অবস্থিত জলাশয়কেই তীর্থরূপে গণ্য করা হবে এবং মানুষের কেশ বিন্যাসকেই সৌন্দর্য বলে মনে করা হবে। উদরপূর্তিই হবে জীবনের লক্ষ্য এবং

ধৃষ্ট ব্যক্তিকে সত্যনিষ্ঠ বলে স্বীকার করা হবে। পরিবার ভরণপোষণে সক্ষম ব্যক্তিকে সুদক্ষ বলে গণ্য করা হবে এবং শুধুমাত্র খ্যাতি অর্জনের জন্যই ধর্ম অনুষ্ঠান করা হবে।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে বহু তীর্থক্ষেত্র রয়েছে যার উপর দিয়ে পবিত্র নদী প্রবাহিত হচ্ছে। বোকা লোকেরা এই সমস্ত নদীতে স্নান করার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে, কিন্তু তারা সেই সমস্ত তীর্থে বসবাসকারী অভিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তদের কাছ থেকে কোন উপদেশ গ্রহণ করে না। পারমার্থিক জ্ঞানের অনুসন্ধান করবার জন্যই তীর্থস্থানে যাওয়া উচিত, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করবার জন্য নয়।

এই যুগে, মানুষ অবিশ্রান্তভাবে বিভিন্ন কৌশলে তাদের কেশ বিন্যাস করে তাদের মুখের সৌন্দর্য ও যৌনতাকে বৃদ্ধি করতে চায়। তারা জানে না যে, প্রকৃত সৌন্দর্য আসে হৃদয় তথা আত্মা থেকে এবং একমাত্র একজন শুদ্ধ মানুষই কেবল প্রকৃতপক্ষে আকর্ষণীয় হতে পারে। এই যুগে সমস্যাদি যেহেতু বৃদ্ধি পাবে, তাই উদরপূর্তিই হবে মানুষের সাফল্যের চাবিকাঠি এবং যিনি তার নিজের পরিবার ভরণ পোষণ করতে পারবে, তাকেই অর্থনৈতিক ব্যাপারে সুদক্ষ বলে গণ্য করা হবে। পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে অত্যাবশ্যক জ্ঞানলাভ না করেই শুধুমাত্র খ্যাতি অর্জনের জন্যই মানুষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান করবে।

শ্লোক ৭

এবং প্রজাভির্দুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে ।
ব্রহ্মবিট্ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রজাভিঃ**—প্রজাদের দ্বারা; **দুষ্টাভিঃ**—দুষ্ট; **আকীর্ণে**—জনাকীর্ণ হয়ে; **ক্ষিতি-মণ্ডলে**—পৃথিবী; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণদের মধ্যে; **বিট্**—বৈশ্যগণ; **ক্ষত্র**—ক্ষত্রিয়গণ; **শূদ্রাণাম্**—এবং শূদ্রগণ; **যঃ**—যিনি; **বলী**—সবচেয়ে শক্তিশালী; **ভবিতা**—হবে; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথিবী যখন দুষ্ট প্রজাদের দ্বারা জনাকীর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে যিনিই নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রদর্শন করতে পারবেন, তিনিই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করবেন।

শ্লোক ৮

প্রজা হি লুব্ধৈরাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্মভিঃ ।
আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্ ॥ ৮ ॥

প্রজাঃ—প্রজাগণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **লুব্ধৈঃ**—প্রলুব্ধ; **রাজন্যৈঃ**—রাজন্যবর্গের দ্বারা; **নির্ঘৃণৈঃ**—নির্দয়; **দস্যু**—দস্যু; **ধর্মভিঃ**—স্বভাব অনুসারে কর্ম করে; **আচ্ছিন্ন**—ছিনিয়ে নিয়ে; **দার**—তাদের স্ত্রী; **দ্রবিণাঃ**—সম্পত্তি; **যাস্যন্তি**—যাবে; **গিরি**—পর্বতে; **কাননম্**—বনে।

অনুবাদ

ঐ সমস্ত লোভী, নিষ্ঠুর দস্যু স্বভাব রাজারা প্রজাদের স্ত্রী ও সম্পত্তি অপহরণ করবে এবং প্রজারা পর্বত-জঙ্গলে পলায়ন করবে।

শ্লোক ৯

শাকমূলামিষক্ষৌদ্র-ফলপুষ্পাষ্টিভোজনাঃ ।
অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ ॥ ৯ ॥

শাক—শাকপাতা; **মূল**—মূল; **আমিষ**—মাংস; **ক্ষৌদ্র**—বন্যমধু; **ফল**—ফল; **পুষ্প**—ফুল; **অষ্টি**—বীজ; **ভোজনাঃ**—খেয়ে; **অনাবৃষ্ট্যা**—খরার দরুণ; **বিনঙ্ক্ষ্যন্তি**—তারা বিনষ্ট হবে; **দুর্ভিক্ষ**—দুর্ভিক্ষের দ্বারা; **কর**—কর; **পীড়িতাঃ**—পীড়িত।

অনুবাদ

অতিরিক্ত কর এবং দুর্ভিক্ষের দ্বারা পীড়িত হয়ে মানুষ শাক পাতা, বৃক্ষমূল, মাংস, বন্যমধু, ফল, ফুল এবং ফলের বীজ খেতে শুরু করবে। খরায় পীড়িত হয়ে তারা পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত প্রামাণিকভাবে আমাদের এই সমাজের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করছে। বৃক্ষ থেকে বিচ্যুত পাতা যেমন ম্লান হয়ে শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে, ঠিক তেমনি মানব সমাজ যখন পরমেশ্বর ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তাও ম্লান হয়ে পড়ে এবং হিংসা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ তাদের একতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের রকেট এবং কম্পিউটারের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, পরমেশ্বর যদি বৃষ্টি না পাঠান, তাহলে সকলেই আমরা অনাহারে থাকব।

শ্লোক ১০

শীতবাতাতপপ্রাবৃড়্হিমৈরন্যোন্যতঃ প্রজাঃ ।
ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং ব্যাধিভিশ্চৈব সন্তপ্স্যন্তে চ চিন্তয়া ॥ ১০ ॥

শীত—শীতের দ্বারা; বাত—বাতাস; আতপ—সূর্যের তাপ; প্রাবৃট্—প্রচণ্ড বর্ষণ; হিমৈঃ—তুষার পাত; অন্যোন্যতঃ—ঝগড়ার দ্বারা; প্রজাঃ—প্রজাগণ; ক্ষুৎ—ক্ষুধায়; তৃড়্ভ্যাম্—তৃষ্ণায়; ব্যাধিভিঃ—ব্যাধির দ্বারা; চ—ও; এব—বাস্তবিকই; সন্তপ্স্যন্তে—সন্তপ্ত হবে; চ—এবং; চিন্তয়া—উদ্বেগে।

অনুবাদ

তুষারপাত, প্রবল বর্ষণ, প্রখর তাপ, ঝড় এবং ঠাণ্ডায় মানুষ অশেষ কষ্ট ভোগ করবে। ঝগড়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ এবং প্রচণ্ড উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তারা আরও সন্তপ্ত হবে।

শ্লোক ১১

ত্রিংশদ্বিংশতিবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাম্ ॥ ১১ ॥

ত্রিংশৎ—ত্রিশ; বিংশতি—এবং কুড়ি; বর্ষাণি—বৎসর; পরম-আয়ুঃ—সর্বোচ্চ আয়ু; কলৌ—কলিযুগে; নৃণাম্—মানুষের।

অনুবাদ

কলিযুগে মানুষের সর্বোচ্চ পরমায়ু হবে পঞ্চাশ বছর।

শ্লোক ১২-১৬

ক্ষীয়মাণেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ ।
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্ ॥ ১২ ॥
পাষণ্ডপ্রচুরে ধর্মে দস্যুপ্রায়েষু রাজসু ।
চৌর্যানৃতবৃথাহিংসানানাবৃত্তিষু বৈ নৃষু ॥ ১৩ ॥
শূদ্রপ্রায়েষু বর্ণেষু ছাগপ্রায়াসু ধেনুষু ।
গৃহপ্রায়েষ্বাশ্রমেষু যৌনপ্রায়েষু বন্ধুষু ॥ ১৪ ॥
অণুপ্রায়াস্বোষধীষু শমীপ্রায়েষু স্থাস্নুষু ।
বিদ্যুৎপ্রায়েষু মেঘেষু শূন্যপ্রায়েষু সদ্মসু ॥ ১৫ ॥
ইত্থং কলৌ গতপ্রায়ে জনেষু খরধর্মিষু ।
ধর্মত্রাণায় সত্ত্বেন ভগবানবতরিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

ক্ষীয়মাণেষু—ক্ষুদ্রতর হয়ে; **দেহেষু**—দেহ সমূহ; **দেহিনাম্**—সমস্ত জীবদের; **কলিদোষতঃ**—কলিযুগের দোষের দ্বারা; **বর্ণ-আশ্রম-বতাম্**—বর্ণাশ্রম সমাজের সদস্যদের; **ধর্মে**—যখন তাদের ধর্ম; **নষ্টে**—নষ্ট হয়েছে; **বেদ-পথে**—বৈদিক পন্থা; **নৃণাম্**—সমস্ত মানুষদের জন্য; **পাষণ্ড-প্রচুরে**—প্রধানতঃ নাস্তিক্যবাদ; **ধর্মে**—ধর্ম; **দস্যু-প্রায়েষু**—প্রধানতঃ দস্যুতস্কর; **রাজসু**—রাজাগণ; **চৌর্য**—চৌর্যবৃত্তি; **অনৃত**—মিথ্যা; **বৃথা-হিংসা**—বৃথা পশুহত্যা; **নানা**—নানারকম; **বৃত্তিষু**—তাদের পেশা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **নৃষু**—মানুষ যখন; **শূদ্র-প্রায়েষু**—প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীভুক্ত শূদ্র; **বর্ণেষু**—তথাকথিত বর্ণ সমূহ; **ছাগ-প্রায়েষু**—প্রায় ছাগলের মতো; **ধেনুষু**—গাভীসমূহ; **গৃহ-প্রায়েষু**—ঠিক ভোগবাদী বাড়ীর মতো; **আশ্রমেষু**—আশ্রম সমূহ; **যৌন-প্রায়েষু**—বিবাহ থেকে অধিক কিছু নয়; **বন্ধুষু**—পারিবারিক বন্ধন; **অণু প্রায়াসু**—প্রধানতঃ অতি ক্ষুদ্র; **ওষধীষু**—বৃক্ষ লতা সমূহ; **শমী-প্রায়েষু**—ঠিক যেন শমী গাছের মতো; **স্থানুষু**—সমস্ত গাছ; **বিদ্যুৎ-প্রায়েষু**—সর্বদা বিদ্যুৎ প্রকাশ করে; **মেঘেষু**—মেঘ সমূহ; **শূন্য-প্রায়েষু**—ধর্মহীন; **সদ্মসু**—বাড়ীঘর; **ইত্থম্**—এইভাবে; **কলৌ**—কলিযুগ; **গতপ্রায়ে**—গত প্রায়; **জনেষু**—জনগণ; **খর-ধর্মিষু**—যখন তারা গাধার মতো স্বভাব বিশিষ্ট হবে; **ধর্মত্রাণায়**—ধর্ম রক্ষার জন্য; **সত্ত্বেন**—শুদ্ধ সত্ত্বগুণে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অবতরিষ্যতি**—অবতরণ করবেন।

অনুবাদ

কলিযুগ যখন শেষের পথে, তখন সমস্ত জীবের দৈহিক আকৃতি বিপুলভাবে কমে আসবে এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের ধর্মীয় বিধিনিষেধ সব ধ্বংস হবে। মানব সমাজে বৈদিক পন্থা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে এবং তথাকথিত ধর্মগুলি হবে প্রধানতঃ নাস্তিক্যবাদী। রাজারা হবে দস্যুতস্কর প্রায়, চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ এবং অনাবশ্যক হিংসা হবে মানুষের পেশা। সমস্ত বর্ণের মানুষ নিম্নতম শূদ্রস্তরে অধঃপতিত হবে। গাভীগুলি হবে প্রায় ছাগলের মতো, আশ্রম তপোবনগুলির সঙ্গে জড়বাদী বাড়ীঘরের কোন পার্থক্য থাকবে না, তাৎক্ষণিক বিবাহ বন্ধনই হবে পারিবারিক বন্ধন। অধিকাংশ বৃক্ষলতা হবে ক্ষুদ্র, সমস্ত গাছগুলি দেখতে হবে খর্বাকৃতি শমী গাছের মতো। মেঘে শুধু বিদ্যুৎ চমকানি দেখা যাবে, বাড়ীঘর হবে ধর্মহীন এবং সমস্ত মানুষ গাধার মতো হয়ে যাবে। সেই সময় পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের শক্তিতে কার্য করে তিনি সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবেন।

তাৎপর্য

এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে এই শ্লোকসমূহ এই যুগের অধিকাংশ তথাকথিত ধর্মকে নাস্তিক্যবাদী বলে বর্ণনা করেছে *(পাষণ্ড-প্রচুরে ধর্মে)*। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই

ভবিষ্যদ্বাণীকে নিশ্চিত করে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট বিধান জারি করেছেন যে, কোন বিশ্বাস বা মতবাদকে ধর্মরূপে পরিগণিত হতে হলে কোন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। এছাড়া প্রায়শ প্রাচ্য থেকে আমদানী করা বহু নাস্তিক্যবাদী তথা শূন্যবাদী বিশ্বাস আধুনিক নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যারা চিরাচরিতভাবে রহস্যবাদী গ্রন্থাদি রচনা করে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শূন্যবাদের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে থাকে।

এই শ্লোকগুলি কলিযুগের বহু অপ্রীতিকর লক্ষণ সম্পর্কে এক প্রাণবন্ত বর্ণনা উপস্থাপিত করেছে। অবশেষে, এই যুগের শেষভাগে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবেন এবং পৃথিবীর বক্ষ থেকে কট্টর অসুরদের দূরীভূত করবেন।

শ্লোক ১৭

চরাচরগুরোর্বিষ্ণোরীশ্বরস্যাখিলাত্মনঃ ।
ধর্মত্রাণায় সাধূনাং জন্ম কর্মাপনুত্তয়ে ॥ ১৭ ॥

চর-অচর—সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী; **গুরোঃ**—গুরুদেবের; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অখিল**—সমগ্র; **আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **ধর্ম-ত্রাণায়**—ধর্ম রক্ষার জন্য; **সাধূনাম্**—সাধুদের; **জন্ম**—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **অপনুত্তয়ে**—নিবৃত্তির জন্য।

অনুবাদ

চরাচর সমস্ত জীবের গুরু ও পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু ধর্মরক্ষার জন্য এবং সাধু-ভক্তদের জড় জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে ত্রাণ করার জন্য এ জগতে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ১৮

শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

শম্ভল-গ্রাম—শম্ভলগ্রামে; **মুখ্যস্য**—মুখ্য প্রজার; **ব্রাহ্মণস্য**—ব্রাহ্মণের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **ভবনে**—গৃহে; **বিষ্ণুযশসঃ**—বিষ্ণুযশার; **কল্কি**—ভগবান কল্কি; **প্রাদুর্ভবিষ্যতি**—আবির্ভূত হবেন।

অনুবাদ

ভগবান কল্কি শম্ভল গ্রামের মুখ্য ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশার গৃহে আবির্ভূত হবেন।

শ্লোক ১৯-২০

অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ ।
অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ ॥ ১৯ ॥
বিচরন্নাশুনা ক্ষৌণ্যাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ ।
নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতি ॥ ২০ ॥

অশ্বম্—তাঁর অশ্ব; **আশু-গম্**—দ্রুতগামী; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **দেবদত্তম্**—দেবদত্ত নামক; **জগৎ-পতিঃ**—জগতের স্বামী; **অসিনা**—তাঁর তলোয়ার নিয়ে; **অসাধু-দমনম্**—অসাধু দমনকারী (ঘোড়া); **অষ্ট**—আট প্রকার; **ঐশ্বর্য**—যোগৈশ্বর্য; **গুণ**—পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলী; **অন্বিতঃ**—অন্বিত; **বিচরন্**—বিচরণ করে; **আশুনা**—তীব্র; **ক্ষৌণ্যাম্**—পৃথিবীর উপর; **হয়েন**—তাঁর ঘোড়ার দ্বারা; **অপ্রতিম্**—অপ্রতিদ্বন্দ্বী; **দ্যুতি**—যাঁর প্রভা; **নৃপ-লিঙ্গ**—রাজার পোষাক পরে; **ছদঃ**—ছদ্মবেশে; **দস্যূন্**—দস্যুতস্কর; **কোটিশঃ**—কোটি কোটি; **নিহনিষ্যতি**—হত্যা করবেন।

অনুবাদ

জগৎপতি ভগবান কল্কি তাঁর দ্রুতগামী দেবদত্ত নামক ঘোড়ায় চড়ে, হাতে অসি নিয়ে তাঁর আট প্রকার যোগৈশ্বর্য এবং আট প্রকার বিশেষ ভগবৎ-ঐশ্বর্য প্রকট করে পৃথিবীর উপর বিচরণ করবেন। তাঁর অপ্রতিম প্রভা প্রদর্শন করে এবং অতি দ্রুত বেগে ভ্রমণ করে তিনি কোটি কোটি রাজপোষাক পরিহিত দস্যু তস্করদের হত্যা করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলি ভগবান কল্কির রোমাঞ্চকর লীলা সম্পর্কে বর্ণনা করছে। বিদ্যুৎবেগে ধাবিত এক চমৎকার ঘোড়ায় আরোহণ করে এক শক্তিশালী সুপুরুষ হাতে তলোয়ার নিয়ে নিষ্ঠুর আসুরিক মানুষদের তাড়িত করে ধ্বংস করছেন—এই দৃশ্যে যে কেউ আকৃষ্ট হবেন।

অবশ্য গোঁড়া জড়বাদীরা যুক্তি দেখাতে পারে যে ভগবান কল্কির এই চিত্রটি হচ্ছে মানুষের কল্পনা প্রসূত এক ধারণা যাতে ঈশ্বরে মানুষের দেহ বা ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্ট এক পৌরাণিক দেবতা এবং যাঁরা এক উন্নততর সত্তার বিশ্বাস করার প্রয়োজন বোধ করেন, তাঁরাই এই ধারণা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিগ্রাহ্য নয় এবং এটি কিছু প্রমাণও করে না। এটি হচ্ছে কিছু লোকের মতামত মাত্র। আমাদের জলের প্রয়োজন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষ জল সৃষ্টি করে। আমাদের খাদ্য, অক্সিজেন এবং আরও

বহু জিনিসের প্রয়োজন যা আমরা সৃষ্টি করি না। যেহেতু সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি যে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তার সঙ্গে বাহ্য জগতে অস্তিশীল বস্তুগুলির মিল রয়েছে, তা থেকে এটাই নির্দেশিত হচ্ছে যে আমরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি, তাই বস্তুতপক্ষেও ভগবান আছেন। অন্যভাবে বলা যায়, প্রকৃতি আমাদের সেই সব বিষয়ের প্রয়োজন বোধের প্রবৃত্তি দিয়েই ভূষিত করেছে যেগুলি বস্তুতপক্ষে রয়েছে এবং যেগুলি বাস্তবিকই আমাদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, আমরা ভগবানকে লাভ করার প্রয়োজন বোধ করি, কেননা আমরা বস্তুতই ভগবানের অংশ এবং তাঁকে ছাড়া বাঁচতে পারি না। কলিযুগের শেষভাগে এই ভগবানই সর্বশক্তিমান কল্কি অবতাররূপে আবির্ভূত হবেন এবং অসুরদের দ্বারা উৎপন্ন কলুষকে পরাভূত করবেন।

শ্লোক ২১

অথ তেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানি বৈঃ ।
বাসুদেবাঙ্গরাগাতিপুণ্যগন্ধানিলস্পৃশাম্ ।
পৌরজানপদানাং বৈ হতেষ্বখিলদস্যুষু ॥ ২১ ॥

অথ—তারপর; **তেষাম্**—তাদের; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **মনাংসি**—মন; **বিশদানি**—স্বচ্ছ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বাসুদেব**—ভগবান বাসুদেবের; **অঙ্গ**—দেহের; **রাগ**—প্রসাধনী থেকে; **অতিপুণ্য**—সবচেয়ে পবিত্র; **গন্ধ**—সুগন্ধযুক্ত; **অনিল**—বায়ুর দ্বারা; **স্পৃশাম্**—যারা স্পর্শ পেয়েছে; **পৌর**—পুরবাসীদের; **জানপদানাম্**—ক্ষুদ্রতর শহর এবং গ্রামের বাসিন্দাগণ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **হতেষু**—যখন তারা নিহত হয়েছে; **অখিল**—সমগ্র; **দস্যুষু**—দস্যু রাজাগণ।

অনুবাদ

দস্যু রাজাগণ নিহত হলে পুরবাসী এবং জনপদ বাসীরা ভগবান বাসুদেবের অঙ্গরাগ তথা চন্দন লেপনের অতি পবিত্র সুগন্ধ বহনকারী বায়ুর গন্ধ অনুভব করবেন এবং এর ফলে তাদের মন দিব্যভাবে পবিত্র হয়ে উঠবে।

তাৎপর্য

নাটকীয়ভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা উদ্ধার পাওয়ার এই মহান অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা করা চলে না। কলিযুগের শেষভাগে অসুরদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধীযুক্ত চিন্ময় বায়ু প্রবাহিত হবে এবং এইভাবে এক অতি মনোমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি হবে।

শ্লোক ২২

তেষাং প্রজাবিসর্গশ্চ স্থবিষ্ঠঃ সম্ভবিষ্যতি ।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বমূর্তৌ হৃদি স্থিতে ॥ ২২ ॥

তেষাম্—তাদের; **প্রজা**—প্রজাদের; **বিসর্গঃ**—সৃষ্টি; **চ**—এবং; **স্থবিষ্ঠঃ**—প্রচুর; **সম্ভবিষ্যতি**—হবে; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেব; **ভগবতি**—পরমেশ্বর; **সত্ত্ব-মূর্তৌ**—তাঁর শুদ্ধ সাত্ত্বিক চিন্ময় রূপে; **হৃদি**—তাঁদের হৃদয়ে; **স্থিতে**—যখন তিনি স্থিত হবেন।

অনুবাদ

ভগবান বাসুদেব যখন তাঁর শুদ্ধ সাত্ত্বিক দিব্য চিন্ময়রূপে তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হবেন, অবশিষ্ট নাগরিকেরা তখন পুনরায় এই পৃথিবীতে বিপুলভাবে প্রজা সৃষ্টি করবেন।

শ্লোক ২৩

যদাবতীর্ণো ভগবান্ কল্কির্ধর্মপতির্হরিঃ ।
কৃতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসূতিশ্চ সাত্ত্বিকী ॥ ২৩ ॥

যদা—যখন; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হবেন; **ভগবান্**—ভগবান; **কল্কিঃ**—কল্কি; **ধর্ম-পতিঃ**—ধর্মপতি; **হরিঃ**—পরমেশ্বর শ্রীহরি; **কৃতম্**—সত্যযুগ; **ভবিষ্যতি**—শুরু হবে; **তদা**—তখন; **প্রজা-সূতিঃ**—প্রজা সৃষ্টি; **চ**—এবং; **সাত্ত্বিকী**—সাত্ত্বিকভাবাপন্ন।

অনুবাদ

কল্কিরূপে ধর্মপতি পরমেশ্বর ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন তখন সত্য যুগের সূচনা হবে এবং মানব সমাজ তখন সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট সন্তানদের জন্ম দান করবে।

শ্লোক ২৪

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী ।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্ ॥ ২৪ ॥

যদা—যখন; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র; **চ**—এবং; **সূর্যঃ**—সূর্য; **চ**—এবং; **তথা**—ও; **তিষ্য**—তিষ্যা নক্ষত্র (৩ডিগ্রী ২০মিনিট থেকে ১৬ডিগ্রী ৪০মিনিট বা কর্কট পর্যন্ত প্রসারিত, যা পুষ্যা নক্ষত্র নামে অধিক পরিচিত); **বৃহস্পতি**—বৃহস্পতি গ্রহ; **এক-রাশৌ**—একই রাশিতে (কর্কট); **সমেষ্যন্তি**—যুগপৎ প্রবেশ করবে; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **তদা**—তখন; **কৃতম্**—সত্যযুগ।

অনুবাদ

যখন চন্দ্র, সূর্য এবং বৃহস্পতি যুগপৎ কর্কট রাশিতে অবস্থান করবে এবং এই তিনটিই একযোগে পুষ্যা নামক চান্দ্র নক্ষত্রে প্রবেশ করবে ঠিক সেই মুহূর্তে সত্য তথা কৃতযুগের সূচনা হবে।

শ্লোক ২৫

যেঽতীতা বর্তমানা যে ভবিষ্যন্তি চ পার্থিবাঃ ।
তে ত উদ্দেশতঃ প্রোক্তা বংশীয়াঃ সোমসূর্যয়োঃ ॥ ২৫ ॥

যে—যারা; **অতীতাঃ**—অতীত; **বর্তমানাঃ**—বর্তমান; **যে**—যারা; **ভবিষ্যন্তি**—ভবিষ্যতে হবে; **চ**—এবং; **পার্থিবাঃ**—পৃথিবীর রাজাগণ; **তে তে**—তাদের সকলে; **উদ্দেশতঃ**—সংক্ষেপে উদ্দেশ করে; **প্রোক্তাঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **বংশীয়াঃ**—বংশীয় গণ; **সোম-সূর্যয়োঃ**—সূর্য এবং চন্দ্রদেব।

অনুবাদ

এইভাবে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত রাজাদের সম্পর্কে আমি বর্ণনা করলাম, যাঁরা ছিলেন চন্দ্র এবং সূর্য বংশীয়।

শ্লোক ২৬

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্ ।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ২৬ ॥

আরভ্য—আরম্ভ করে; **ভবতঃ**—আপনি (পরীক্ষিত); **জন্ম**—জন্ম; **যাবৎ**—এখন পর্যন্ত; **নন্দ**—মহানন্দীর পুত্র মহারাজ নন্দের; **অভিষেচনম্**—অভিষেক; **এতৎ**—এই; **বর্ষ**—বৎসর; **সহস্রম্**—এক হাজার; **তু**—এবং; **শতম্**—এক শত; **পঞ্চদশ**—আরও পঞ্চাশ।

অনুবাদ

আপনার জন্ম থেকে নন্দ মহারাজের অভিষেক পর্যন্ত ১,১৫০ বৎসর অতিক্রান্ত হবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আগে যদিও প্রায় দেড় হাজার বছরের রাজবংশের বর্ণনা করেছেন, তবুও বুঝা যাচ্ছে যে এই সব রাজাদের মধ্যে অনেকেই একই সময়ে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং এখানে উপস্থাপিত পরম্পরার হিসাবটি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ২৭-২৮

সপ্তর্ষীণাং তু যৌ পূর্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি ।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥ ২৭ ॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্ ।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কাল অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥ ২৮ ॥

সপ্ত-ঋষীণাম্—সপ্তর্ষি তারামণ্ডল (পাশ্চাত্য দেশে যা আরসা মেজর নামে পরিচিত); **তু**—এবং; **যৌ**—যে দুটি নক্ষত্র; **পূর্বৌ**—আগে; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **উদিতৌ**—উদিত; **দিবি**—আকাশে; **তয়োঃ**—এই দুটির (পুলহ এবং ক্রতু নামক); **তু**—এবং; **মধ্যে**—মধ্যে; **নক্ষত্রম্**—চান্দ্র নক্ষত্র; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **যৎ**—যা; **সমম্**—স্বর্গীয় দ্রাঘিমা রেখা বরাবর, তাদের মধ্যবিন্দু হিসাবে; **নিশি**—রাত্রির আকাশে; **তেন**—সেই চান্দ্র নক্ষত্রের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ঋষয়**—সপ্তর্ষি; **যুক্তাঃ**—যুক্ত; **তিষ্ঠন্তি**—তারা থাকে; **অব্দ শতম্**—একশত বৎসর; **নৃণাম্**—মানুষের; **তে**—এই সাতজন ঋষি; **ত্বদীয়ে**—আপনার; **দ্বিজাঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ; **কালে**—কালে; **অধুনা**—এখন; **চ**—এবং; **আশ্রিতাঃ**—আশ্রিত; **মঘাঃ**—মঘা নক্ষত্রে।

অনুবাদ

সপ্তর্ষির সাতটি নক্ষত্রের মধ্যে পুলহ এবং ক্রতুই রাত্রির আকাশে প্রথম উদিত হয়। তাদের মধ্যবিন্দুতে যদি উত্তরমুখী এবং দক্ষিণমুখী একটি রেখা টানা হয়, যে কোন চান্দ্র নক্ষত্র যখন এই রেখার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ঐ নক্ষত্রকে সেই সময়কার তারামণ্ডলের অধিপতি বলে গণ্য করা হয়। সপ্তর্ষিগণ মানুষের একশত বৎসর সময় ঐ বিশেষ নক্ষত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবেন। অধুনা, আপনার জীবদ্দশায়, তারা মঘা নক্ষত্রে অবস্থান করছেন।

শ্লোক ২৯

বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ ।
তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্ রমতে জনঃ ॥ ২৯ ॥

বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভানুঃ**—সূর্য; **কৃষ্ণ-আখ্যঃ**—কৃষ্ণ নামে পরিচিত; **অসৌ**—তিনি; **দিবম্**—চিদাকাশে; **গতঃ**—ফিরে গেলে; **তদা**—তখন; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **কলিঃ**—কলিযুগ; **লোকম্**—জগৎ; **পাপে**—পাপে; **যৎ**—যে যুগে; **রমতে**—আনন্দ লাভ করে; **জনঃ**—জনগণ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং শ্রীকৃষ্ণনামে পরিচিত। যখন তিনি চিদাকাশে প্রত্যাবর্তন করলেন, কলি তখন এ জগতে প্রবেশ করল এবং তখন থেকে জনগণ পাপকর্মে আনন্দ লাভ করতে শুরু করল।

শ্লোক ৩০

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশনাস্তে রমাপতিঃ ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রষ্তুং ন চাশকৎ ॥ ৩০ ॥

যাবৎ—যতদিন পর্যন্ত; **সঃ**—তিনি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পাদ-পদ্মাভ্যাম্**—তাঁর চরণ কমলের দ্বারা; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **আস্তে**—ছিলেন; **রমাপতিঃ**—লক্ষ্মীপতি; **তাবৎ**—ততদিন পর্যন্ত; **কলিঃ**—কলিযুগ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **পরাক্রষ্তুম্**—পরাভব করতে; **ন**—না; **চ**—এবং; **অশকৎ**—সক্ষম হয়েছিল।

অনুবাদ

যতদিন পর্যন্ত লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণকমল দিয়ে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত কলি এই গ্রহকে পরাভূত করতে অক্ষম হয়েছিল।

তাৎপর্য

যদিও এই পৃথিবীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির সময়েও দুর্যোধন এবং তার মিত্রপক্ষের পাপপূর্ণ কর্মের মধ্য দিয়ে কলি কিঞ্চিৎ মাত্রায় এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অটলভাবে কলির প্রভাবকে পরাহত করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ধরাধাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত কলি বিকশিত হতে পারেনি।

শ্লোক ৩১

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি ।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥ ৩১ ॥

যদা—যখন; **দেব-ঋষয়ঃ সপ্ত**—সাত জন দেবর্ষি; **মঘাসু**—চান্দ্র নক্ষত্র মঘাতে; **বিচরন্তি**—ভ্রমণ করছেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তদা**—তখন; **প্রবৃত্তঃ**—শুরু হয়; **তু**—এবং; **কলিঃ**—কলিযুগ; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **অব্দ-শত**—শতাব্দি (দেবতাদের এই দ্বাদশ শতাব্দি এই পৃথিবীর ৪৩২ হাজার বৎসরের সমান); **আত্মকঃ**—অন্তর্ভুক্ত।

অনুবাদ

যখন সপ্তর্ষিদের নক্ষত্রগুলি এই মঘা নক্ষত্র অতিক্রম করে, তখন কলিযুগের শুরু হয়। দেবতাদের দ্বাদশ শতাব্দি এর অন্তর্ভুক্ত।

শ্লোক ৩২

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

যদা—যখন; **মঘাভ্যঃ**—মঘা থেকে; **যাস্যন্তি**—যাবে; **পূর্বাষাঢ়াম্**—পরবর্তী নক্ষত্র, পূর্বাষাঢ়া; **মহা-ঋষয়ঃ**—সাত জন মহাঋষি; **তদা**—তখন; **নন্দাৎ**—নন্দ থেকে শুরু করে; **প্রভৃতি**—এবং তার বংশধরগণ; **এষঃ**—এই; **কলিঃ**—কলিযুগ; **বৃদ্ধিম্**—পরিপূর্ণতা; **গমিষ্যতি**—লাভ করবে।

অনুবাদ

সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতজন মহান ঋষি যখন মঘা থেকে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপনীত হবে, তখন মহারাজ নন্দ ও তাঁর বংশ থেকে শুরু করে কলি তার পূর্ণপরাক্রম লাভ করবে।

শ্লোক ৩৩

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি ।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ ॥ ৩৩ ॥

যস্মিন্—যাতে; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **দিবম্**—দিব্যধামে; **যাতঃ**—গত হবেন; **তস্মিন্**—তাতে; **এব**—সেই রকম; **তদা**—তখন; **অহনি**—দিবা; **প্রতিপন্নম্**—প্রতিপন্ন; **কলি-যুগম্**—কলিযুগ; **ইতি**—এইভাবে; **প্রাহুঃ**—তাঁরা বলেন; **পুরা**—অতীতকালের; **বিদঃ**—পারদর্শীগণ।

অনুবাদ

পুরাবিদগণ বলেন যে যেদিন থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্যধামে গমন করলেন, সেই দিন থেকে কলিযুগের প্রভাব আরম্ভ হয়েছে।

তাৎপর্য

যদিও পৃথিবীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির সময় থেকেই প্রায়োগিকভাবে কলিযুগের আরম্ভ হওয়ার কথা, তবুও এই অধঃপতিত যুগকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যাবর্তনের জন্যে বিনীতভাবে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

দিব্যাব্দানাং সহস্রান্তে চতুর্থে তু পুনঃ কৃতম্ ।
ভবিষ্যতি তদা নৃণাং মন আত্মপ্রকাশকম্ ॥ ৩৪ ॥

দিব্য—দেবতাদের; **অব্দানাম্**—বৎসর; **সহস্র**—এক হাজার; **অন্তে**—শেষে; **চতুর্থে**—চতুর্থ যুগ কলিতে; **তু**—এবং; **পুনঃ**—পুনরায়; **কৃতম্**—সত্যযুগ; **ভবিষ্যতি**—হবে; **তদা**—তখন; **নৃণাম্**—মানুষের; **মনঃ**—মন; **আত্ম-প্রকাশকম্**—স্বপ্রকাশ।

অনুবাদ

কলিযুগের এক হাজার দিব্য বৎসর অতিক্রান্ত হলে পুনরায় সত্যযুগের প্রকাশ হবে। ঐ সময় সমস্ত মানুষের মন স্বয়ং উদ্ভাসিত হবে।

শ্লোক ৩৫

ইত্যেষ মানবো বংশো যথা সংখ্যায়তে ভুবি ।
তথা বিট্‌শূদ্রবিপ্রাণাং তাস্তা জ্ঞেয়া যুগে যুগে ॥ ৩৫ ॥

ইতি—এইভাবে (শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্কন্ধে); **এষঃ**—এই; **মানবঃ**—বৈবস্বত মনু থেকে উদ্ভূত হয়ে; **বংশঃ**—বংশ; **যথা**—যেমন; **সংখ্যায়তে**—গণনা করা হয়েছে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **তথা**—একইভাবে; **বিট্**—বৈশ্যদের; **শূদ্র**—শূদ্রদের; **বিপ্রাণাম্**—এবং ব্রাহ্মণদের; **তাঃ তাঃ**—প্রত্যেকের অবস্থা; **জ্ঞেয়াঃ**—বুঝতে হবে; **যুগে যুগে**—প্রত্যেক যুগে।

অনুবাদ

এইভাবে আমি পৃথিবীতে খ্যাত মনুর রাজবংশের বর্ণনা করলাম। অনুরূপভাবে বিভিন্ন যুগে বসবাসকারী বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণদের ইতিহাসও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন রাজবংশের মধ্যে মহীয়ান এবং তুচ্ছ, পুণ্যবান এবং কুটিল প্রকৃতির রাজারা রয়েছেন, তেমনি সমাজের বুদ্ধিমান শ্রেণী, ব্যবসায়ী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মানুষের মধ্যেও বিচিত্র রকমের চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্লোক ৩৬

এতেষাং নামলিঙ্গানাং পুরুষাণাং মহাত্মনাম্ ।
কথামাত্রাবশিষ্টানাং কীর্তিরেব স্থিতা ভুবি ॥ ৩৬ ॥

এতেষাম্—এদের; **নাম**—তাদের নাম; **লিঙ্গানাম্**—যা তাদের স্মরণ করার একমাত্র উপায়; **পুরুষাণাম্**—ব্যক্তিদের; **মহা-আত্মনাম্**—যাঁরা ছিলেন মহাত্মা; **কথা**—কাহিনী; **মাত্র**—শুধুমাত্র; **অবশিষ্টাণাম্**—যাদের অবশিষ্ট অংশ; **কীর্তিঃ**—মহিমা; **এব**—শুধু; **স্থিতা**—আছে; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

এই সকল মহাত্মাগণ এখন শুধু নামে মাত্র পরিচিত আছেন। শুধু অতীতের ইতিহাসেই তাদের অবস্থান এবং এই পৃথিবীতে শুধু তাদের কীর্তিই বর্তমান আছে।

তাৎপর্য

যদিও কেউ নিজেকে এক মহান শক্তিশালী নেতা বলে ভাবতে পারেন, শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘ এক নামের তালিকাতে একটি নাম হয়েই তিনি থেকে যাবেন। অন্যভাবে বলা যায়, এই জড় জগতে ক্ষমতা এবং পদের প্রতি আসক্ত হওয়া অর্থহীন।

শ্লোক ৩৭

দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ ॥ ৩৭ ॥

দেবাপিঃ—দেবাপি; **শান্তনোঃ**—মহারাজ শান্তনুর; **ভ্রাতা**—ভাই; **মরুঃ**—মরু; **চ**—এবং; **ইক্ষ্বাকু-বংশজঃ**—ইক্ষ্বাকু বংশজাত; **কলাপগ্রামে**—কলাপগ্রামে; **আসাতে**—দুজনে বাস করছেন; **মহা**—মহা; **যোগবল**—যোগবল; **অন্বিতৌ**—অন্বিত।

অনুবাদ

মহারাজ শান্তনুর ভাই দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকুবংশজাত মরু—তারা দুজনেই মহা যোগবলে বলীয়ান এবং এমনকি এখনও তারা কলাপগ্রামে বাস করছেন।

শ্লোক ৩৮

তাবিহৈত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্মং পূর্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥

তৌ—তারা (মরু এবং দেবাপি); **ইহ**—মানব সমাজে; **এত্য**—ফিরে; **কলেঃ**—কলিযুগের; **অন্তে**—শেষভাগে; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর বাসুদেবের দ্বারা; **অনুশিক্ষিতৌ**—উপদিষ্ট; **বর্ণ-আশ্রম**—দিব্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা; **যুতম্**—সংযুত; **ধর্মম্**—সনাতন ধর্ম; **পূর্ববৎ**—ঠিক পূর্বের মতো; **প্রথয়িষ্যতঃ**—তাঁরা প্রচার করছেন।

অনুবাদ

কলিযুগের শেষভাগে এই দুজন রাজা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে মানব সমাজে ফিরে আসবেন এবং পূর্ববৎ বর্ণাশ্রম সমন্বিত সনাতন ধর্ম পুন প্রবর্তন করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক এবং পূর্ববর্তী শ্লোক অনুসারে এই দুজন মহান রাজা কলিযুগের শেষভাগে মানবীয় সংস্কৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ

হয়েছেন এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদন করবার জন্য তাঁরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন।

শ্লোক ৩৯

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্ ।
অনেন ক্রমযোগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ততে ॥ ৩৯ ॥

কৃতম্—সত্যযুগ; **ত্রেতা**—ত্রেতাযুগ; **দ্বাপরম্**—দ্বাপর যুগ; **চ**—এবং; **কলিঃ**—কলিযুগ; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **চতুঃ-যুগম্**—চারটি যুগের চক্র; **অনেন**—এর দ্বারা; **ক্রম**—ক্রম; **যোগেন**—প্রকার; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **প্রাণিষু**—প্রাণিদের মধ্যে; **বর্ততে**—অবিরাম চলছে।

অনুবাদ

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারটি যুগের চক্র সাধারণ ঘটনা প্রবাহের পুনরাবৃত্তি করে এই পৃথিবীর জীবদের মধ্যে অবিরাম গতিতে চলতে থাকে।

শ্লোক ৪০

রাজন্নেতে ময়া প্রোক্তা নরদেবাস্তথাপরে ।
ভূমৌ মমত্বং কৃত্বান্তে হিত্বেমাং নিধনং গতাঃ ॥ ৪০ ॥

রাজন্—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **এতে**—এই সকল; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রোক্তাঃ**—বর্ণিত হল; **নর-দেবাঃ**—রাজাগণ; **তথা**—এবং; **অপরে**—অন্য মানুষেরা; **ভূমৌ**—পৃথিবীর উপর; **মমত্বম্**—অধিকার বোধ; **কৃত্বা**—প্রয়োগ করে; **অন্তে**—অবশেষে; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **ইমাম্**—এই জগৎ; **নিধনম্**—নিধন; **গতা**—গতি লাভ করেছেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে সমস্ত রাজা এবং অন্যান্য মানুষের কথা আমি বর্ণনা করলাম, তাঁরা এই পৃথিবীতে আসেন এবং তাঁদের মালিকানা চিহ্নিত করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকলকেই এই বিশ্ব অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হয় এবং নিধনগতি লাভ করতে হয়।

শ্লোক ৪১

কৃমিবিড়্ ভস্মসংজ্ঞান্তে রাজনাম্নোঽপি যস্য চ ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ৪১ ॥

ক্রিমি—ক্রিমির; **বিঠ্**—মল; **ভস্ম**—ভস্ম; **সংজ্ঞা**—সংজ্ঞা; **অন্তে**—শেষে; **রাজ-নাম্নঃ**—রাজা নামে চলছে; **অপি**—যদিও; **যস্য**—যার (দেহ); **চ**—এবং; **ভূত**—জীব সকল; **ধ্রুক্**—শত্রু; **তৎ-কৃতে**—সেই দেহের জন্য; **স্ব-অর্থম্**—তার প্রকৃষ্ট স্বার্থ; **কিম্**—কী; **বেদ**—জানে; **নিরয়ঃ**—নরকে শাস্তি; **যতঃ**—যার জন্য।

অনুবাদ

যদিও এখন কোন ব্যক্তির উপাধি 'রাজা' হতে পারে, পরিণামে এর নাম হবে 'ক্রিমি', 'মল' বা 'ভস্ম'। যিনি তাঁর দেহের জন্য অন্য জীবকে আঘাত করেন, তিনি তাঁর স্বার্থ সম্পর্কে কী জানতে পারেন? কারণ তাঁর কর্মসমূহ তাঁকে শুধু নরকের অভিমুখেই ধাবিত করছে।

তাৎপর্য

মৃত্যুর পর দেহকে হয়ত কবর দেওয়া হতে পারে, এবং তা ক্রিমির দ্বারা ভুক্ত হতে পারে, কিংবা এটিকে রাস্তায় বা বনে ছুঁড়ে দেওয়া যেতে পারে যাতে তা পশুপাখীর খাদ্য হতে পারে, যারা এর অবশিষ্ট অংশকে মলরূপে ত্যাগ করবে। কিংবা দেহটি পুড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং তা ভস্মে পরিণত হতে পারে। সুতরাং এই ক্ষণস্থায়ী দেহের মাধ্যমে অন্য জীবের দেহে আঘাত করে নরকের রাস্তাকে সুগম করা মানুষের উচিত নয়। এই শ্লোকে ভূত শব্দে মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবদের বুঝানো হয়েছে, যারা ভগবানের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে। মানুষের কর্তব্য সমস্ত প্রকার হিংসা ত্যাগ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে সব কিছুর মধ্যে ভগবানকে দর্শন করার শিক্ষা লাভ করা।

শ্লোক ৪২

কথং সেয়মখণ্ডা ভূঃ পূর্বৈর্মে পুরুষৈর্ধৃতা ।
মৎপুত্রস্য চ পৌত্রস্য মৎপূর্বা বংশজস্য বা ॥ ৪২ ॥

কথম্—কিভাবে; **সা ইয়ম্**—এই সেই; **অখণ্ডা**—অখণ্ড; **ভূঃ**—পৃথিবী; **পূর্বৈঃ**—পূর্ব পুরুষদের দ্বারা; **মে**—আমার; **পুরুষৈঃ**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **ধৃতা**—নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন; **মৎ-পুত্রস্য**—আমার পুত্রের; **চ**—এবং; **পৌত্রস্য**—পৌত্রের; **মৎ-পূর্বা**—এখন আমার অধিকারে; **বংশজস্য**—বংশজদের; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

(জড়বাদী রাজা চিন্তা করেন—) "এই অখণ্ড পৃথিবী আমার পূর্বপুরুষদের অধিকারে ছিল এবং এখন তা আমার আধিপত্যে আছে। এটি যাতে আমার পুত্র, পৌত্র এবং অন্যান্য উত্তরসূরীদের হাতে থাকে কিভাবে আমি সেই ব্যবস্থা করতে পারি?"

তাৎপর্য

এই হচ্ছে মূর্খ অধিকারবোধের একটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৪৩

তেজোঽবন্নময়ং কায়ং গৃহীত্বাত্মতয়াবুধাঃ ।
মহীং মমতয়া চোভৌ হিত্বান্তেঽদর্শনং গতাঃ ॥ ৪৩ ॥

তেজঃ—অগ্নি; **অপ্**—জল; **অন্ন**—এবং পৃথিবী; **ময়ম্**—নির্মিত; **কায়ম্**—এই দেহ; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **আত্মতয়া**—আমিত্ব বোধের দ্বারা; **অবুধাঃ**—নির্বোধেরা; **মহীম্**—এই পৃথিবী; **মমতয়া**—'আমার' বোধে; **চ**—এবং; **উভৌ**—উভয়; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অন্তে**—অবশেষে; **অদর্শনম্**—তিরোভাব; **গতা**—গতি লাভ করেছেন।

অনুবাদ

যদিও মূর্খরা ক্ষিতি, অপ এবং তেজ নির্মিত এই দেহকে 'আমি' এবং এই পৃথিবীকে 'আমার' বলে গ্রহণ করে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা পরিণামে তাদের দেহ এবং পৃথিবী—উভয়কেই ত্যাগ করে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

তাৎপর্য

আত্মা যদিও নিত্য, আমাদের তথাকথিত পারিবারিক ঐতিহ্য এবং পার্থিব খ্যাতি নিঃসন্দেহে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে।

শ্লোক ৪৪

যে যে ভূপতয়ো রাজন্ ভুঞ্জতে ভুবমোজসা ।
কালেন তে কৃতাঃ সর্বে কথামাত্রাঃ কথাসু চ ॥ ৪৪ ॥

যে যে—যা কিছু; **ভূ-পতয়ঃ**—রাজাগণ; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **ভুঞ্জতে**—ভোগ করে; **ভুবম্**—পৃথিবী; **ওজসা**—তাদের শক্তির দ্বারা; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **তে**—তারা; **কৃতাঃ**—করা হয়েছে; **সর্বে**—সকল; **কথা-মাত্রাঃ**—শুধু হিসাব; **কথাসু**—বিভিন্ন ইতিহাসে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে সমস্ত রাজারা তাঁদের শক্তির দ্বারা এই পৃথিবীকে ভোগ করার চেষ্টা করেছিলেন, কালের প্রভাবে তাঁরা শুধু ইতিহাসের কথা মাত্রই হয়ে রইলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে 'রাজন্' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। পরীক্ষিৎ মহারাজ দেহত্যাগের জন্য এবং ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং তাঁর অতি করুণাময় গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী রাজপদের মতো পদও যে চরমে কত তুচ্ছ তা দেখিয়ে ঐ পদের প্রতি তাঁর সম্ভাব্য সমস্ত আসক্তিকে একেবারে ধ্বংস করে দিলেন। গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপার ফলে মানুষ ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়। গুরুদেব মানুষকে জড় মায়ার প্রতি তাদের দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করে মায়ার রাজ্যকে পেছনে ফেলে যাওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যদিও জড় জগতের তথাকথিত মহিমা সম্পর্কে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই অধ্যায়ে খুব সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু তিনি এখানে গুরুদেবের অহৈতুকী করুণা প্রদর্শন করছেন, যিনি তাঁর শরণাগত শিষ্যকে ভগবদ্ধাম তথা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যান।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'কলিযুগের লক্ষণ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।